ইউনিট ১০

উচ্চ শিক্ষায় অর্থায়ন
[Financing Higher Education]

ভূমিকা

উচ্চ শিক্ষা বিশেষত পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলো অর্থায়নের জন্য সরকারি অনুদানের উপর সরাসরি নির্ভরশীল। বিশ্ববিদ্যালয়ের বাজেটের অতি স্বল্প অংশ আসে নিজস্ব সূত্র থেকে। সরকারি কলেজগুলো সম্পূর্ণরূপে সরকারের অর্থানুকূল্যে পরিচালিত হয়। বেসরকারি কলেজগুলো নিজস্বসূত্রে আদায়কৃত অর্থে পরিচালিত হয়। অবশ্য শিক্ষকের বেতনের শতকরা ৮০ ভাগ সরকার অনুদান হিসাবে দিচ্ছে। উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর উন্নয়নে সরকার অনুদান দিয়ে থাকে। উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ন ও শিক্ষার গুণগতমান নিশ্চিত করার জন্য সরকারের অর্থায়ন পর্যাপ্ত নয়। এই কারণে এসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরিচালনায় নানা সমস্যা দেখা যায়।

উচ্চ শিক্ষায় যে বিপুল পরিমাণ অর্থের প্রয়োজন তা সরকার যোগান দিতে পারছেনা। শিক্ষা প্রসারের ও উন্নত ব্যবস্থায় আরো বিপুল পরিমাণ অতিরিক্ত অর্থের প্রয়োজন। শিক্ষার জন্য অতিরিক্ত সম্পদ সংগ্রহে দেশ ও জাতিকে নতুনভাবে চিন্তা করে অর্থায়নের কার্যকরি উপায় বের করা প্রয়োজন।

এই ইউনিটে উচ্চ শিক্ষার অর্থায়ন বিষয়ে দু'টি পাঠ উপস্থাপনা করা হয়েছে।

পাঠ ১০.১ : পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থায়ন

পাঠ ১০.২ : কলেজের অর্থায়ন

পাঠ ১০.১ পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে অর্থায়ন

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি —

- ❑ বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থায়ন প্রক্রিয়া সংক্ষেপে বলতে পারবেন;
- ❑ বিশ্ববিদ্যালয়ের রাজস্ব ও উন্নয়ন বাজেটের প্রাসঙ্গিক তথ্য উপস্থাপনা করতে পারবেন এবং
- ❑ বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থায়নের প্রধান প্রধান সমস্যা চিহ্নিত করতে পারবেন ও তা সমাধানের বিষয়ে মতামত দিতে পারবেন।

উৎস

দেশের পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলো পরিচালনার জন্য রাজস্ব বাজেটের মোট যে অর্থের প্রয়োজন হয় তার শতকরা ৯০ থেকে ৯৫ ভাগ এর উৎস হলো সরকারি অনুদান। অবশিষ্ট ক্ষুদ্র অংশ শতকরা ৫ থেকে ১০ ভাগ আসে নিজস্ব সূত্র থেকে। বিশ্ববিদ্যালয়ের উন্নয়ন ব্যয়ের শতকরা ১০০ ভাগ অর্থাৎ পুরোটাই আসে সরকারি উন্নয়ন মঞ্জুরী হিসাবে। কাজেই পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলো সরকারি অনুদানের উপর সরাসরি নির্ভরশীল। সরকারের পক্ষ থেকে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের মাধ্যমে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে অনুদানের এ অর্থ দেওয়া হয়। এখানে উলে- খ্য মঞ্জুরী কমিশন গঠনের পূর্বে সরকারি অনুদানের অর্থ সরাসরি বিশ্ববিদ্যালয়কে দেওয়া হত। ১৯৭৩ সালে রাষ্ট্রপতির ১০ নম্বর আদেশের ৫ নম্বর অনুচ্ছেদে অর্পিত দায়িত্ব অনুসারে বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর আর্থিক প্রয়োজন নির্ধারণ করে থাকে। এজন্য বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ থেকে প্রাপ্ত প্রস্তাবিত বাজেট ও অন্যান্য আর্থিক চাহিদা পরীক্ষা করে বিশ্ববিদ্যলয়গুলোর জন্য অর্থ মঞ্জুরীর প্রস্তাব কমিশন কর্তৃক সরকারের নিকট পেশ করা হয়। শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও অর্থ মন্ত্রণালয় কমিশনের প্রস্তাব যাচাই করে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর জন্য কমিশনের অনুকূল থেকে মঞ্জুরী বরাদ্দ করে থাকে। এই মঞ্জুরীর ভিত্তিতে কমিশন বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর বাজেট পুনরায় পরীক্ষা করে প্রতিটি বিশ্ববিদ্যালয়ের ন্যূনতম প্রয়োজনীয় অর্থের পরিমাণ নির্ধারণ করে সরকারের মঞ্জুরী পুনঃবরাদ্দ করে দেয়। এই সরকারী মঞ্জুরীই পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের আয়ের মূল উৎস।

উল্লেখ্য যে, সরকার থেকে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর জন্য যে থোক বরাদ্দ প্রদান করা হয় তা বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর প্রয়োজনের তুলনায় অপর্যাপ্ত। ফলে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে প্রতি বছরই ঘাটতি হয় এবং তার পরিমাণ ক্রমেই বৃদ্ধি পাচ্ছে।

পূর্বেই বলা হয়েছে বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের সিংহভাগ অর্থায়নের উৎস সরকারি অনুদান। সামান্য অংশ আসে শিক্ষার্থীদের টিউশন ফি, সিটরেন্ট, ভর্তি ফি, পরীক্ষার ফি ও বার্ষিক অন্যান্য ফি থেকে। এসব ফি থেকে যে আয় হয় তা বিশ্ববিদ্যালয়ের মোট ব্যয়ের তুলনায় অত্যন্ত নগন্য। এখানে বলা প্রাসঙ্গিক যে প্রায় অর্ধশতক বছর ধরে ছাত্রদের নিকট থেকে আদায়কৃত বিভিন্ন খাতের ফিসের পরিমাণ অপরিবর্তিত আছে। কোন কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে বিচ্ছিন্নভাবে ফিস বৃদ্ধি করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হলেও শিক্ষার্থীদের পক্ষ থেকে এর বিরোধিতা করা হয়ে থাকে। ফিস বৃদ্ধির বিষয়ে জনমত সৃষ্টি হয় না বা কোন পক্ষের সমর্থনও পাওয়া যায় না। অবশেষে বর্ধিত ফিস বিশ্ববিদ্যালয়কে হ্রাস বা প্রত্যাহার করে নিতে হয়। অপরদিকে নানা কারণে উচ্চ শিক্ষার ব্যয় পূর্বের তুলনায় অনেকগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে।

রাজস্ব বাজেট

সম্প্রতিকালের রাজস্ব বাজেট পর্যালোচনা থেকে বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের ঘাটতির ধারণা পাওয়া যায়। ১৯৯৮-৯৯ অর্থ বছরে বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের নিজস্ব উৎসের আয় ও সরকারি মঞ্জুরীর অর্থ মিলিয়ে বাজেটে ব্যয় ধরা হয়েছিল ২৩৬ কোটি ২৩ লক্ষ টাকা। এর বিপরীতে প্রকৃত খরচ হয়েছিল ২৪৩ কোটি ৭৯ লক্ষ টাকা। উক্ত বছরে ঘাটতির পরিমাণ ছিল ৭ কোটি ৫৬ লক্ষ টাকা। এই ঘাটতি বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের অন্যান্য তহবিল থেকে সাময়িক ঋণ গ্রহণ করে মিটানো হয়েছে। সরকারি মঞ্জুরীর অপ্রতুলতার কারণে প্রতি বছরই বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে বাজেটে ঘাটতি দেখা যায়। (সারণি-১১ দ্রষ্টব্য)

সারণি-১১: বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের ১৯৯৮-৯৯ অর্থ বছরের সংশোধিত বাজেট ও প্রকৃত আয় ব্যয় ও ১৯৯৯-২০০০ অর্থ বছরের মূল বাজেট

(কোটি টাকার অংকে)

বিবরণ	১৯৯৮-৯৯ অর্থ বছরের		১৯৯৯-২০০০ অর্থ বছরের মূল বাজেট
	সংশোধিত বাজেট	প্রকৃত খরচ	
বেতন ও ভাতাদি	১৫৩.৭০	১৫৫.১৪	১৫৭.৬৪
পেনশন	১৭.৫৫	২১.৪২	১৭.৫০
সাধারণ আনুষঙ্গিক	৩৮.১২	৩৮.৫৮	৩৮.৬৭
শিক্ষা আনুষঙ্গিক	২৪.৮৬	২৬.৮৫	২৪.৯৪
ভ্যাট ও কর	২.০০	১.৮০	
মোট	২৩৬.২৩	২৪৩.৭৯	২৩৮.৭৫
বাদ (–) নিজস্ব সূত্র থেকে আয়	১৮.৩২	১৭.৯১	১৮.৮৪
নিট	২১৭.৯১	২২৫.৮৮	২১৯.৯১
পেনশন খাতে সংরক্ষিত			০.০৯
সর্বমোট	২১৭.৯১	২২৫.৮৮	২২০.০০
সরকারি অনুদান	২১৫.৮৬	২১৫.৮৬	২২০.০০

সূত্র: মঞ্জুরী কমিশন, বার্ষিক প্রতিবেদন ১৯৯৯ পৃ.৫৬।

সারণি-১১ থেকে দেখা যাচ্ছে বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের রাজস্ব বাজেটে নিজস্ব আয়ের পরিমাণ নিতান্তই নগণ্য। এ আয় বাড়াবার জন্য কমিশন ও সরকার বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে তাগিদ দিচ্ছে।

১৯৯১-৯২ অর্থ বছর থেকে ১৯৯৯-২০০০ অর্থ বছর পর্যন্ত সরকারের রাজস্ব বাজেটে বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা খাতে মোট শিক্ষা বাজেটের অংশ ও বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা খাতে জাতীয় বাজেটের অংশের একটি তুলনামূলক তথ্য সারণি-১২ তে দেওয়া হলো। প্রদত্ত তথ্য থেকে দেখা যায় যে ১৯৯১-১৯৯২ অর্থ বছরে বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা খাতে মঞ্জুরীর পরিমাণ ছিল শিক্ষা বাজেটের এবং জাতীয় বাজেটের যথাক্রমে ৮.৪% ও ০.৬৯%। ১৯৯৯-২০০০ অর্থ বছরে তা যথাক্রমে ৭.২% ও ০.৮১% হয়েছে। এখানে বিশ্ববিদ্যালয়ের অংশ জাতীয় বাজেটের তুলনায় ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পেলেও শিক্ষা বাজেটের তুলনায় হ্রাস পেয়েছে ৮.৪% থেকে ৭.২%।

সারণি-১২ : রাজস্ব বাজেটে বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা খাতে সরকারি বরাদ্দ এবং জাতীয় ও শিক্ষা বাজেটে বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা বাজেটের অংশের তুলনামূলক তথ্য (১৯৯১-৯২ অর্থ বছর থেকে ১৯৯৯-২০০০ অর্থ বছর)

অর্থ বছর	কোটি টাকার অংকে		বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা বাজেট	বাজেটের বিশ্ববিদ্যালয়ের অংশ	
	জাতীয় বাজেট	শিক্ষা বাজেট		জাতীয় রাজস্ব বাজেটের %	শিক্ষা বাজেটের %
১৯৯১-৯২	১৬৭৪৬.০০	১৩৮২.০০	১১৬.১৪	০.৬৯	৮.৪
১৯৯২-৯৩	১৬১১৮.৫৯	১৬৭৪.০০	১৩৩.০০	০.৮৩	৭.৯
১৯৯৩-৯৪	১৮৪০৮.৮৬	১৭৫৬.০০	১৪৩.০০	০.৭৮	৮.১
১৯৯৪-৯৫	১৮৪৫০.০৯	২০০০.৮৮	১৫৩.৩০	০.৮৩	৭.৬
১৯৯৫-৯৬	২১৬২৭.৬১	২১৪৯.৩৭	১৭১.৭০	০.৮৬	৭.৯
১৯৯৬-৯৭	২১০১৫.৬১	২২৯৫.৫৪	১৮১.৭০	০.৮৬	৭.৯
১৯৯৭-৯৮	২৩৯৯৪.১৯	২৬৯৫.৭৪	১৯৬.১৬	০.৮২	৭.৩
১৯৯৮-৯৯	২৮৯৪৯.৮২	২৯৭৫.৭০	২১৭.৭৬	০.৭৫	৭.৩
১৯৯৯-২০০০	২৮৭৩৫.৮৬	৩২২০.১৬	২৩১.৯৮	০.৮১	৭.২

সূত্র: বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন, বার্ষিক প্রতিবেদন ১৯৯৯, পৃ.৬০।

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের বাৎসরিক ব্যয়ের চেয়ে আয়ের পরিমাণ বেশি হওয়ায় ১৯৯৭-৯৮ অর্থ বছর থেকে কমিশন কর্তৃক কোন বরাদ্দ দেওয়া হচ্ছে না।

১৯৯৮-৯৯ অর্থ বছরে বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের বেতন ভাতাদি খাতে ব্যয় মোট ব্যয়ের ৭২%। এরপর অপরিহার্য প্রশাসনিক ও রক্ষণাবেক্ষণ ব্যয় (১৮%) মিটিয়ে অতি সামান্যই (১০%) শিক্ষা আনুসঙ্গিক খাতে ব্যয় করা সম্ভব হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের মূল উদ্দেশ্য হলো শিক্ষা গবেষণা ও প্রকাশনা, কিন্তু বাজেটে অর্থায়ন সংকটের প্রেক্ষিতে গবেষণা ও প্রকাশনা খাতে বর্তমানে ব্যয় হয়ে থাকে বাজেটের মাত্র ১% থেকে ২% ভাগ।

বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে প্রতি বছরই রাজস্ব খাতে বাজেটে ঘাটতি হচ্ছে এবং অনেক খাতে এই ঘাটতি বৃদ্ধি পাচ্ছে। এই খাতগুলো হল বেতন ভাতাদি, পেনশন, বিদ্যুত, পরিবহণ, টেলিফোন ইত্যাদি। বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে বাজেট ঘাটতি হওয়ায় এবং বিভিন্ন জরুরী খাতে প্রয়োজনীয় টাকার বরাদ্দ সংকুলান করতে না পারার কারণে আর্থিক বছরের অর্ধেক সময় অতিবাহিত হওয়ার পরেই অনেক বিশ্ববিদ্যালয়ের বাজেটের বিভিন্ন খাতে সম্পূর্ণ টাকা শেষ হয়ে যায়। ফলে সংশি- ষ্ট বছরের বাকি অর্ধেক সময় বিভিন্ন খাতের বিল (যেমন- পরীক্ষা, বিদ্যুত, টেলিফোন, জ্বালানী, পৌরকর, জমির খাজনা, ভ্রমণ ভাতা ইত্যাদি) পরিশোধ করতে পারে না। তাছাড়া কোন কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে জুন মাসের বেতন ভাতাদি অন্যান্য ব্যয় পরিশোধ করতে পারেনা। ফলে এসব খাতের অর্থায়নে দারুণ সমস্যার সৃষ্টি হচ্ছে।

উন্নয়ন বাজেট

বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর অবকাঠামোগত উন্নয়নের জন্য পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার অধীনে এডিপি এর আওতায় উন্নয়ন বাজেটের মাধ্যমে প্রতি বছর সরকার হতে টাকা দেওয়া হয়। উন্নয়ন বাজেটে প্রধানত ছাত্রাবাস, শিক্ষাভবন, আবাসিক ভবন, রাস্তাঘাট, গ্যাস, বিদ্যুৎ ও পানির লাইন ইতাদি কাজ করা হয়। শিক্ষা ও গবেষণার সুযোগ সুবিধার সৃষ্টি ও মানোন্নয়নের জন্যে আধুনিক গবেষণাগার ও গবেষণা যন্ত্রপাতি, ক্যামিকেলস, বই ও সাময়িকীসহ গ্রন্থাগার সুবিধা এবং

অন্যান্য শিক্ষা সরঞ্জাম, কম্পিউটার শিক্ষক প্রশিক্ষণ এসব খাতসমূহে বিনিয়োগের জন্য পর্যাপ্ত অর্থ বরাদ্দ থাকেনা। বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্রমবর্ধমান চাহিদা অনুসারে উন্নয়ন খাতে বাজেট বরাদ্দ প্রকৃত অর্থে বৃদ্দি পায় না। ১৯৯১-৯২ থেকে ১৯৯৯-২০০০ অর্থ বছরের উন্নয়ন বাজেট বরাদ্দের চিত্র থেকে তা বুঝা যায়। (সারণি-১৩ দ্রষ্টব্য)

সারণি-১৩: বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা খাতে উন্নয়ন বাজেট বরাদ্দ ১৯৯১-৯২ থেকে ১৯৯৯-২০০০ অর্থ বছর

(কোটি টাকার অংকে)

অর্থ বছর	শিক্ষা ও ধর্ম খাতে বরাদ্দ	বিশ্ববিদ্যালয় খাতে বরাদ্দ	শিক্ষা ও ধর্ম খাতে বরাদ্দের %
১৯৯১-৯২	৫১৩.৫৮	৫১.৩৭	১০.০০
১৯৯২-৯৩	৬৩০.৮১	৪০.৮৯	৬.৪৮
১৯৯৩-৯৪	৯৪৪.৭৯	৫১.৪৭	৪.৪৫
১৯৯৪-৯৫	১৫০৪.২১	৪৪.২৪	২.৯৪
১৯৯৫-৯৬	১৩৮৯.৩৩	৪৭.২৫	৩.৪০
১৯৯৬-৯৭	১৫৮৩.৫০	১১০.৫১	৬.৯৮
১৯৯৭-৯৮	১৪৯৪.৩০	১৫৬.৩১	১০.৪৬
১৯৯৮-৯৯	১৭৭৬.২০	৯৩.৩১	৫.২৫
১৯৯৯-২০০০ (মূল)	১৯৬০.৩১	৮৭.১৯	৪.৪৪

সূত্র: বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন, বার্ষিক প্রতিবেদন ১৯৯৯, পৃ.৭৫।

আর একটি বিষয় এখানে উল্লেখ করা আবশ্যক যে টেন্ডার ছিনতাই, সন্ত্রাস ও চাঁদাবাজীর জন্য বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের উন্নয়ন কার্যক্রম যথাসময়ে সমাপ্ত হয় না এবং কাজের গুণগত মানেও ঘাটতি দেখা যায়।

অর্থায়নের সমস্যা

বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের অর্থায়নে নানাবিধ সমস্যা রয়েছে। এই সমস্যাগুলি নিম্নরূপ:

১. বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়, মঞ্জুরী কমিশন কর্তৃক শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের পদোন্নতি/আপগ্রেডের নীতিমালা অনুসরণ না করে তাদের নিজস্ব নমনীয় নীতিতে পদ সৃষ্টি, পদোন্নতি/আপগ্রেডেশন প্রদান করার কারণে বেতন ভাতা খাতে ক্রমাগত ব্যয় বৃদ্ধি হচ্ছে। এতে বিশ্ববিদ্যালয়ের বাজেটের উপর আর্থিক চাপ বৃদ্ধি পেয়েছে।

২. নমনীয় পদোন্নতি নীতিমালার উদার পদোন্নতির ফলে সর্বোচ্চ পর্যায়ের অবসর গ্রহণকারীর সংখ্যা ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাচ্ছে। এরফলে বেতন ভাতা বরাদ্দ ও অবসর ভাতা তহবিলের উপর বর্ধিত চাপ সৃষ্টি হচ্ছে।

৩. বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকগণ স্ব-বেতনে ছুটিতে গেলে তাঁদের ছুটিজনিত শূন্যপদে অস্থায়ী নিয়োগ, কোন কোন শ্রেণীর পদের ক্ষেত্রে প্রয়োজনের তুলনায় জনবলের সংখ্যাধিক্যের কারণে বিশ্ববিদ্যালয়ের আর্থিক সমস্যা সৃষ্টি হচ্ছে।

৪. বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন খাতে যেমন- পরিবহণ, বিদ্যুৎ, টেলিফোন ইত্যাদিতে ভর্তুকি দেওয়ার কারণে এসব খাতে প্রতি বছরই ব্যয় বৃদ্ধি পাচ্ছে।

৫. বর্তমানে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর আর্থিক সংকট দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। প্রায় প্রতিটি বিশ্ববিদ্যালয়েরই প্রতি বছর বিপুল পরিমাণ টাকার পৌনঃপুনিক বাজেট ঘাটতি হচ্ছে।

৬. বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্পের জন্য সরকার থেকে বিশ্ববিদ্যালয়সমূহকে যে বরাদ্দ দেওয়া হয় তা দিয়ে বিভিন্ন কারণে প্রকল্প সমাপ্ত করতে টাকার ঘাটতি হার বড় সমস্যার সৃষ্টি করে।

সমস্যা সমাধানের সুপারিশ

এসব সমস্যা সমাধানের জন্য সংশ্লিষ্ট সকল কর্তৃপক্ষকে কার্যকরি পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। এই বিষয়ে নিচে কতিপয় সুপারিশ করা হলো:

১. বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে নিজস্ব সূত্র থেকে প্রতি বছর ক্রমান্বয়ে কিছু কিছু করে আয় বৃদ্ধি করতে হবে। এরজন্য মঞ্জুরী কমিশন, শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে যৌথভাবে পরিকল্পনা প্রণয়ন করে তা বাস্তবায়নের জন্য সচেষ্ট হতে হবে।

২. বিভিন্ন বেসরকারি সংস্থা, ব্যক্তি, ব্যবসা প্রতিষ্ঠান শিল্প প্রতিষ্ঠান ইত্যাদি হতে বিশ্ববিদ্যালয়গুলো তহবিল সংগ্রহ বা অনুদান গ্রহণের মাধ্যমে বাজেট ঘাটতি আংশিক হ্রাস করতে পারে।

৩. ব্যয় হ্রাসের জন্য বিশ্ববিদ্যালয়গুলো অতিরিক্ত জনবল নিয়োগ প্রক্রিয়া পরিহার করতে পারে।

৪. বিশ্ববিদ্যালয়গুলো আত্মনির্ভরশীল হওয়ার জন্য কিছু কিছু প্রকল্প বাস্তবায়ন করে স্থায়ী আয়ের উৎস নির্মাণ করতে পারে।

৫. বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন ছাত্রদের নিকট থেকে সাহায্য গ্রহণ করে ''উন্নয়ন ও গবেষণা তহবিল'' গঠন করা যেতে পারে।

৬. বিশ্ববিদ্যালয়ের পৌনঃপুনিক বাজেটে সরকারের আর্থিক অনুদান বৃদ্ধি করার জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে উদ্যোগ নিতে হবে। অধিকন্তু বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে আর্থিক শৃঙ্খলা বিধানে সচেষ্ট হতে হবে।

উপরে বর্ণিত ও সম্ভাব্য অন্যান্য ব্যবস্থা গ্রহণের মাধ্যমে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে আর্থিকভাবে শক্তিশালী করে তোলা যেতে পারে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ১০.১

অ) বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

সঠিক উত্তর নির্দেশমূলক অক্ষরটিকে বৃত্তায়িত করুন। (উদাহরণ: আপনার নির্বাচিত উত্তরটি ক হলে একে (ক) বৃত্তায়িত করুন)

১. পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলো রাজস্ব বাজেটের কত অংশ সরকার থেকে অনুদান লাভ করে?
   - ক. ৯০ থেকে ৯৫%
   - খ. ৯৫ থেকে ১০০%
   - গ. ৮৫ থেকে ৯০%
   - ঘ. ৮০ থেকে ৮৫%

২. সরকারের নিকট বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের অর্থ মঞ্জুরীর প্রস্তাব কে করে?
   - ক. বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ
   - খ. বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন
   - গ. শিক্ষা মন্ত্রণালয়
   - ঘ. পরিকল্পনা কমিশন

৩. পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের আয়ের প্রধান উৎস কোনটি?
   - ক. দান
   - খ. টিউশন ফি
   - গ. সরকারি অনুদান
   - ঘ. উপরের সবকয়টি উত্তর শুদ্ধ

৪. ১৯৯৮-১৯৯৯ অর্থ বছরে বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের বাজেট ঘাটতির পরিমাণ কত ছিল?
   - ক. প্রায় সাড়ে ১০ কোটি টাকা
   - খ. প্রায় সাড়ে ৯ কোটি টাকা
   - গ. প্রায় সাড়ে ৮ কোটি টাকা
   - ঘ. প্রায় সাড়ে ৭ কোটি টাকা

৫. বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের কোন খাতে বাজেট বরাদ্দ সবচেয়ে কম?
   - ক. বেতন ভাতাদি
   - খ. প্রশাসন ও রক্ষণাবেক্ষণ
   - গ. আনুষঙ্গিক
   - ঘ. শিক্ষা গবেষণা ও প্রকাশনা

আ) সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থায়নে মঞ্জুরী কমিশনের ভূমিকা কি - বর্ণনা করুন।
২. বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের উন্নয়ন বাজেটের অর্থ কিভাবে ব্যয় করা হয় - উল্লেখ করুন।
৩. বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থায়নের প্রধান সমস্যাসমূহ সংক্ষেপে আলোচনা করুন।
৪. বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থায়নের সমস্যা সমাধানের উপায়সমূহ উল্লেখ করুন।

সঠিক উত্তর :

অ) ১। ক ২। খ ৩। গ ৪। ঘ ৫। ঘ।

পাঠ ১০.২ *ডিগ্রী কলেজের অর্থায়ন*

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি —

- ❑ ডিগ্রী কলেজের অর্থায়ন পদ্ধতি সম্পর্কে বলতে পারবেন এবং
- ❑ ডিগ্রী কলেজের অর্থায়ন সম্পর্কিত সমস্যার বিষয়ে মতামত দিতে পারবেন।

অর্থায়ন পদ্ধতি

সরকারি বেসরকারি উভয় প্রকারের ডিগ্রী কলেজের অর্থায়নের প্রধান উৎস সরকার। সরকারি কলেজের রাজস্ব ও উন্নয়ন খাতের সম্পূর্ণ ব্যয় বরাদ্দ সরকারের। বেসরকারি কলেজের রাজস্ব খাতের ব্যয়ের একটি বড় অংশ সরকারের প্রদত্ত অনুদান থেকে নির্বাহ করা হয়। এসব কলেজের শিক্ষক কর্মচারীদের প্রারম্ভিক বেতন ও ভাতাদির শতকরা ৮০ ভাগ সরকারের অনুদান থেকে পাওয়া যায়। সুতরাং বেসরকারি কলেজগুলোকে অধিকাংশ ক্ষেত্রে তাদের নিজস্ব আয়ের সূত্রের উপর নির্ভর করতে হয়। সরকারি অনুদান ছাড়া বেসরকারি কলেজের প্রধান আয়ের উৎস হলো: ছাত্রছাত্রীদের টিউশন ফি; ভর্তি ফি ও বেসরকারিভাবে প্রাপ্ত দান ইত্যাদি। সরকারের বার্ষিক ও পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার আওতায় ডিগ্রী কলেজগুলোকে উন্নয়ন কার্যসূচির অন্তর্ভুক্ত করা হয়। কলেজে উন্নয়ন কার্যক্রম প্রধানত সরকারের অর্থে পরিচালিত হয়। তবে বেসরকারি কলেজে স্থানীয়ভাবে জনগণের অনুদানে ও উদ্যোগে কিছু কিছু উন্নয়নমূলক পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়।

১৯৯১-২০০০ বর্ষের সরকারের রাজস্ব খাতের বাজেট বরাদ্দ থেকে দেখা যায় যে মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা উপ খাতে উক্ত অর্থবর্ষে ১৪,৮৫৩.৮০ মিলিয়ন টাকা বরাদ্দ করা হত। শিক্ষা খাতের মোট বাজেট বরাদ্দের ৩২,২০১.৬২ মিলিয়ন টাকা হিসাবে মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষার বরাদ্দের হার সর্বোচ্চ ৪৬.১৩ শতাংশ। তবে এই উপখাতের মোট বরাদ্দ থেকে সরকারি ও বেসরকারি কলেজগুলো রাজস্ব বা অনুদান বাবদ বরাদ্দের হার বিভিন্ন বর্ষে ১৪ থেকে ১৬ শতাংশে বিস্তৃত থাকে।

ডিগ্রী কলেজের শিক্ষার্থী প্রতি সরকারি ব্যয়ের দিক দিয়ে বিরাট পার্থক্য দেখা যায়। ১৯৯৯ বর্ষের তথ্যে দেখা যায় যে সরকারি কলেজে ছাত্র ভর্তি ব্যয় ১৪,৯৩৩ টাকা এবং বেসরকারি কলেজে ১৬৮৯ টাকা।

১৯৯৫-৯৬ থেকে ২০০০-২০০১ অর্থ বছরে শিক্ষাখাতে রাজস্ব ও উন্নয়ন বরাদ্দ থেকে দেখা যায় যে প্রতি বছরই রাজস্ব বরাদ্দ বৃদ্ধি পাচ্ছে। কিন্তু উন্নয়ন খাতে বরাদ্দ মোটামুটি স্থায়ী, সামান্য বৃদ্ধি লক্ষ্য করা যায়।

অর্থায়ন সমস্যা

উন্নয়নখাতে কলেজের চাহিদা অনুযায়ী পর্যাপ্ত অর্থ সরকার থেকে পাওয়া যায় না। যে সকল উন্নয়ন কাজের জন্য কলেজগুলোকে পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত করা হয় তা প্রকল্পের আওতায় সম্পন্ন হয়। কলেজের বিশেষ চাহিদা অনুযায়ী অন্য কোন উন্নয়নমূলক কাজ করা সম্ভব নয়।

কলেজসমূহে অর্থের অভাবে প্রধানত দু'ধরনের সমস্যা সৃষ্টি হয়: অবকাঠামোগত ও শিক্ষার মান উন্নয়ন। কলেজের মোট শিক্ষার্থী সংখ্যা ও একাডেমিক কার্য হিসাবে তাদের পর্যাপ্ত ভৌত সুবিধা যেমন- শ্রেণীকক্ষ, লাইব্রেরি, ল্যাবরেটরি দরকার। তাছাড়া কলেজ সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার

জন্য কলেজের অধ্যক্ষ ও শিক্ষকদের আবাসিক ব্যবস্থা ছাত্র ছাত্রীদের হোস্টেল, খেলার মাঠ, বাউন্ডারি ওয়াল ইত্যাদি সুযোগ সুবিধা অপরিহার্য। আর্থিক অনুদানের অভাব বা উন্নয়ন প্রকল্পে অন্তর্ভুক্তি না হওয়ার কারণে অনেক কলেজে এ সমস্ত অবকাঠামোগত সমস্যা বিরাজ করছে।

শিক্ষার মান উন্নয়নের জন্য কলেজের নানা ধরনের প্রস্তুতি দরকার যেমন- গবেষণাগারের জন্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জাম, কম্পিউটার, আসবাবপত্র, গ্রন্থাগারের বইপত্র, ম্যাগাজিন, পত্রপত্রিকা, খেলাধুলার সরঞ্জামাদি ইত্যাদি। কিন্তু আর্থিক সমস্যার কারণে এ সকল প্রয়োজনীয় জিনিষ অনেক কলেজ সংগ্রহ করতে পারে না।

সরকারি কলেজের অর্থ সীমাবদ্ধ। বেসরকারি কলেজগুলো নিজস্ব সূত্র থেকে কলেজের অর্থায়নের চাহিদা মিটাতে পারে না। অর্থের অভাবে ডিগ্রী কলেজগুলো শিক্ষার মান উন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারে না।

প্রকৃত অর্থে উচ্চ শিক্ষার মান উন্নয়নের লক্ষ্যে সরকার ও কলেজ কর্তৃপক্ষকে পর্যাপ্ত অর্থায়নের জন্য কার্যকরি পদ্ধতি ও কৌশল বের করতে হবে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন - ১০.২

অ) বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

সঠিক উত্তর নির্দেশমূলক অক্ষরটিকে বৃত্তায়িত করুন। (উদাহরণ: আপনার নির্বাচিত উত্তরটি ক হলে একে (ক) বৃত্তায়িত করুন)

১. সরকারি ডিগ্রী কলেজের আয়ের প্রধান উৎস কোনটি?
   ক. সরকারের মঞ্জুরী
   খ. টিউশন ফি
   গ. বাৎসরিক ভর্তি ফি
   ঘ. উপরের সবকয়টি উত্তর শুদ্ধ

২. কলেজের উন্নয়ন কার্যক্রম কিভাবে পরিচালিত হয়?
   ক. কলেজের নিজস্ব উদ্যোগে
   খ. পঞ্চম বার্ষিক পরিকল্পনা অনুযায়ী
   গ. স্থানীয় জনগণের সহযোগিতায়
   ঘ. ক ও খ উত্তর শুদ্ধ

৩. ১৯৯৯ বর্ষের তথ্য অনুযায়ী সরকারি ডিগ্রী কলেজে শিক্ষার্থী প্রতি সরকারি ব্যয় কত?
   ক. ২৬৪৯ টাকা
   খ. ১৬৯৩৩ টাকা
   গ. ১৪৯৩৩ টাকা
   ঘ. ১৬৮৯ টাকা

আ) সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. ১৯৯৯-২০০০ বর্ষে কলেজ শিক্ষায় সরকারের বাজেট বরাদ্দ কিরূপ ছিল - বর্ণনা করুন।
২. বেসরকারি কলেজসমূহ সরকার থেকে কি ধরনের অনুদান লাভ করে - ব্যাখ্যা করুন।

ই) রচনামূলক প্রশ্ন

১. আর্থিক সংকটের কারণে কলেজে কি ধরনের সমস্যা দেখা যায় - তার একটি সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দিন।

সঠিক উত্তর

অ) ১।ক ২।খ ৩।গ।